بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Sisters' Forum In Islam.com

কুর’আনিক দু’আ সমূহ:১

দু’আ

দু’আ শব্দের অর্থ আহ্বান, প্রার্থনা। শরীয়তের পরিভাষায় দু’আ বলা হয়, কল্যাণ ও উপকার লাভের উদ্দেশ্যে এবং ক্ষতি ও অপকার রোধকল্পে মহান আল্লাহকে ডাকা এবং তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَ لْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ ১৮৬ : ২
আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে (তখন তুমি বল,) আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমার কাছে প্রার্থনা জানায়, তখন আমি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করি।’’সূরা বাক্বারাহঃ ১৮৬

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দু’আই হলো ইবাদত। অতঃপর তিলাওয়াত করেন (অনুবাদঃ) ‘‘এবং তোমার প্রভু বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো। সূরা মুমিনঃ৬০ তিরমিযী ২৯৬৯, ৩২৪৭, ৩৩৭২, সহীহ আবু দাউদ ১৩২৯। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

“নিশ্চয় তোমাদের প্রভু লজ্জাশীল অনুগ্রহপরায়ণ, বান্দা যখন তার দিকে দুই হাত তোলে, তখন তা শূন্য ও নিরাশভাবে ফিরিয়ে দিতে বান্দা থেকে লজ্জা করেন।” (আবু দাউদ ২/৭৮; তিরমিযী ৫/৫৫৭)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিকট দু’আ করে না, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তিরমিযী ৩৩৭৩, সহীহাহ ২৬৫৪। তাহকীক আলবানীঃ হাসান।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ . "
আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেনঃ ‘‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় চাইঃ এমন জ্ঞান থেকে যা উপকারে আসে না, এমন অন্তর থেকে যা ভীত-বিহবল হয় না, এমন আত্মা থেকে যা তৃপ্ত হয় না এবং এমন দু’আ থেকে যা কবুল করা হয় না’। নাসায়ী ৫৫৩৬, ৫৫৩৭, আবু দাউদ ১৫৪৮। তাহকীক আলবানীঃ সহীহ।

Sisters' Forum In Islam.com

Sisters' Forum In Islam.com

দু’আর আদব হল

একাকী দুআ-মুনাজাত করার অন্যতম একটি আদব হল, দু হাত উত্তোলন করা এবং দুআ করার পূর্বে আল্লাহর প্রশংসা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পেশ করা যদিও তা অপরিহার্য নয়। তবে এটি দু’আ কবুলের অন্যতম কারণ।

“যখন তোমাদের কেউ সালাত পড়বে (অর্থাৎ সালাতে দুআ করবে) তখন সে যেন প্রথমে তার মহান প্রতিপালকের প্রশংসা ও গুণগান করে অত:পর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরূদ পেশ করে। তারপর যা ইচ্ছে দুআ করে। (সহিহ আবু দাউদ হা/১৩১৪, তিরমিযি) আনাস রা. বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যতক্ষণ রাসূল-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর দরূদ পড়া হবে না ততক্ষণ তা বাধাগ্রস্ত অবস্থায় থাকবে (অর্থাৎ আল্লাহর নিকট পৌঁছবে না এবং দুআও কবুল করা হয় না।) [ত্বাবরানী: ২০৩৫ শাইখ আলবানী বলেন: অন্যান্য শাওয়াহেদ এর মাধ্যমে হাদিসটি হাসান]

এ ব্যাপারে আলেমগণ একমত যে, দুআর শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরুদ পেশ করা মুস্তাহাব। অনুরূপভাবে এ দুটির মাধ্যমে দুআ শেষ করাও মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে অনেক মারফূ আসার রয়েছে।” (আল আজকার: ১৭৬)

কুরআন ও হাদিসের দুআগুলো যথাসাধ্য পাঠ করার পাশাপাশি নিজের ভাষায় একান্ত একনিষ্ঠতা, আন্তরিকতা ও বিনয়-নম্রতা সহকারে আল্লাহর নিকট নিজের প্রয়োজন তুলে ধরে দুআ করা।

দুয়া শেষ করার সময় কেউ যদি মাঝে-মধ্যে সূরা সাফফাতের শেষের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পড়ে তাহলেও আপত্তি নাই:

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী তোমার প্রতিপালক তারা যে সব কথা বলে থাকে (তার প্রতি যে সব অপবাদ দিয়ে থাকে) সেগুলো থেকে পূত-পবিত্র। রাসূলদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর নিমিত্তে। ”(সূরা সাফফাত: ১৮০-১৮২)

Sisters' Forum
In Islam.com

দু’আ কবুলের শর্তগুলো নিম্নে দেয়া হলো-১

১। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে না ডাকা।

২. শরিয়ত অনুমোদিত কোন একটি মাধ্যম দিয়ে আল্লাহ্ তাআলার কাছে ওসিলা দেয়া।

৩. দু’আর ফলাফল প্রাপ্তিতে তাড়াহুড়া না করা।

“তোমাদের কারো দু’আ ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাড়াহুড়া করে বলে যে: ‘আমি দু’আ করেছি; কিন্তু, আমার দু’আ কবুল হয়নি”সহিহ বুখারী (৬৩৪০) ও সহিহ মুসলিম (২৭৩৫)

৪. দু’আর মধ্যে পাপের কিছু না থাকা।

বান্দার দু’আ ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা কোন পাপ নিয়ে কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা নিয়ে দু’আ করে। বান্দার দু’আ ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা ফলাফল প্রাপ্তিতে তাড়াহুড়া না করে। জিজ্ঞেস করা হল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাড়াহুড়া বলতে কী বুঝাচ্ছেন? তিনি বললেন: বলে যে, আমি দু’আ করেছি, আমি দু’আ করেছি; কিন্তু আমার দু’আ কবুল হতে দেখিনি। তখন সে ব্যক্তি উদ্যম হারিয়ে ফেলে এবং দু’আ ছেড়ে দেয়।” সহিহ মুসলিমে (২৭৩৬)

৫. আল্লাহ্র প্রতি ভাল ধারণা নিয়ে দু’আ করা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:“আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমার বান্দা আমার প্রতি যেমন ধারণা করে আমি তেমন।”সহিহ বুখারীঃ ৭৪০৫ ও সহিহ মুসলিমঃ ৪৬৭৫

“তোমরা দু’আ কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস (একীন) নিয়ে আল্লাহ্র কাছে দু’আ কর।”[সুনানে তিরমিযি, আলাবানী সহিহুল জামে গ্রন্থে (২৪৫) হাদিসটিকে ‘হাসান’আখ্যায়িত করেছেন]

৬. দু’আতে মনোযোগ থাকা।

“তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ্ কোন উদাসীন অন্তরের দু’আ কবুল করেন না।”[সুনানে তিরমিযি (৩৪৭৯), সহিহুল জামে (২৪৫) গ্রন্থে শাইখ আলবানী হাদিসটিকে ‘হাসান’ আখ্যায়িত করেছেন]

৭. খাদ্য পবিত্র (হালাল) হওয়া।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যিনি দীর্ঘ সফর করেছেন, মাথার চুল উস্কুখুস্ক হয়ে আছে; তিনি আসমানের দিকে হাত তুলে বলেন: ইয়া রব্ব, ইয়া রব্ব! কিন্তু, তার খাবার-খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পরিধেয় হারাম, সে হারাম খেয়ে পরিপুষ্ট হয়েছে তাহলে এমন ব্যক্তির দোয়া কিভাবে কবুল হবে?[সহিহ মুসলিম, (১০১৫)]

Sisters' Forum
In Islam.com

দু’আ কবুলের শর্তগুলো নিম্নে দেয়া হলো-২

৮. দু’আর ক্ষেত্রে কোন সীমালঙ্ঘন না করা।

“তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের রবকে ডাক; নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।” [সূরা আরাফ: ৫৫]

৯. ফরয আমল বাদ দিয়ে দু’আতে মশগুল না হওয়া।

দু’আ কবুল হওয়ার সময়

১। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘কোন দু’আ সর্বাধিক কবুল হয়?’ তিনি বললেন, “রাত্রির শেষভাগে এবং ফরয নামায সমূহের শেষাংশে’। তিরমিযী ৩৪৯৯, ইমাম তিরমিযী ও শায়খ আলবানীর মতে হাদীসটি হাসান সহীহ।

২। রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময় কৃত দু’আ কখনই ফিরিয়ে দেওয়া হয়না”। তিরমিযীঃ ৩৫৯৪, আবু দাউদঃ ৫২৫,শায়খ আলবানী সহিহ

৩। বান্দা সিজদার অবস্থায় স্বীয় প্রভুর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। অতএব তোমরা অধিক মাত্রায় (ঐ অবস্থায়) দু’আ কর।”মুসলিম ৪৮২, নাসায়ী ১১৩৭

৪। যেকোনো প্রয়োজনে কোনো মুসলিম যদি দু’আ ইউনুস পড়ে, আল্লাহ তার দু’আ কবুল করবেন"। সুনানে আত-তিরমিযী, শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৫। « لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

سُبْحَانَ اللَّهِ□ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ□ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ□ وَاللَّهُ أَكْبَرُ□ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

يِ لِ رفاغْ بِّرَ

দু’আ টা পড়ে তারপরে অন্য দু’আ করলে আল্লাহ সেই দু’আ কবুল করেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ“যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে বলে, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্’দাহ লা-শারীকালাহু,লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আ’লা কুল্লি শায়্যিন ক্বাদীর। সুবহা’নাল্লাহি, ওয়ালহা’মদু লিল্লাহি, ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াল্লা-হু আকবার। ওয়া লা-হা’ওলা ওয়ালা-ক্বুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হিল আ’লিয়্যিল আ’যীম। রাব্বিগফির লী”।তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যদি সে দু’আ করে, তবে তার দু’আ কবুল হবে। যদি সে উঠে ওযু করে নামায পড়ে, তবে তার নামায কবুল করা হবে”।। বুখারীঃ ফাতহুল বারীঃ ১১৫৪।

Sisters' Forum
In Islam.com

দু’আ কবুল হওয়ার সময়

৬। ৫ ওয়াক্ত নামাযের আযানের সময়ে দু’আঃ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "দুটো সময় এমন যাতে দু’আ ফেরত দেয়া হয় না অথবা খুব কম ফেরত দেয়া হয়। আযানের সময়ের দু’আ এবং যখন যুদ্ধের জন্য মুজাহিদগণ শত্রুর মুখোমুখি হয়"। আবু দাউদ, হাদীসটি সহীহ, সহীহুল জামিঃ ৩০৭৯।

৭। বৃষ্টির সময়ে দু’আঃ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “দুইটি বিষয় আছে এমন যেইগুলো ফিরিয়ে দেওয়া হয়না, আযানের সময় দু’আ ও বৃষ্টির সময়ে দু’আ”।

আবু দাউদ, শায়খ আলবানীহাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, সহীহুল জামিঃ ৩০৭৮।

৮. যখন মোরগ ডাকে তখন দুয়া কবুল হয়।

কারণ মোরগ আল্লাহর রহমতের ফেরেশতাদের দেখতে পেয়ে ডাকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে, তখন তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ চাইবে, কেননা সে একটি ফেরেশতা দেখেছে। আর যখন তোমরা কোনো গাধার স্বর শুনবে, তখন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে, কেননা সে শয়তান দেখেছে”। বুখারীঃ ৩৩০৩, মুসলিমঃ ২৭২৯।

৯। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তিন ব্যক্তির দু’আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না। ন্যায়পরায়ণ শাসক, রোজাদার; ইফতার করার পূর্ব পর্যন্ত। মজলুমের দু’আ। মুসনাদে আহমাদ (৮০৪৩),

১০. লাইলাতুল ক্বদরের সময় দু’আ ১১। যমযম পানি পান করার আগে দু’আ,

১২। অসুস্থ ব্যক্তির দু’আ, ১৩। সন্তানের জন্য পিতার দু’আ ১৪। আরাফার দু’আ, ১৫। অসহায় বিপদগ্রস্থের দু’আ

১৬। জুমুয়ার দিনে বিশেষ একটা সময়ের দু’আ,

১৭। অনুপস্থিত মুসলিমের জন্য যেউ দু’আ করা হয় সেটাও তার জন্য কবুল করা হয়।

১৮। “ইসমে আযমের”(আল্লাহর সর্বোত্তম নাম) উসীলায় দু’আ করলে আল্লাহ সেই দু’আ কবুল করে নেন, আর কোনো কিছু চাইলে আল্লাহ তাকে তা দান করেন।আবু দাউদ, নাসায়ী,

Sisters' Forum
In Islam.com

নামাযে দু’আ করার স্থানগুলো কি কি?

প্রথম প্রকার: যে স্থানগুলোতে দু’আ করা মুস্তাহাব

১ম স্থান: সেজদাতে।

২য় স্থান: শেষ বৈঠকের তাশাহ্হুদের পর, সালাম ফেরানোর আগে।

৩য় স্থান: বিতিরের নামাযের দু’আয়ে কুনুতে।

দ্বিতীয় প্রকার: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাযের বর্ণনায় যে স্থানগুলোতে তিনি কিছু সংখ্যক বাক্য দিয়ে দু’আ করেছেন মর্মে উদ্ধৃত হয়েছে। এ স্থানগুলোর দু’আ সাধারণ দু’আর বদলে নির্দিষ্ট কিছু যিকির আযকার পড়ার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রথম স্থান: তাকবীরে তাহরীমার পরে সূরা ফাতিহা শুরু করার আগে দু’আয়ে ইস্তিফ্তাহ।

দ্বিতীয় স্থান: রুকুতে।

তৃতীয় স্থান: রুকু থেকে উঠার পর

চতুর্থ স্থান: দুই সেজদার মাঝখানে।

ইসমে আযম কি?

উত্তরঃ ইসম অর্থ নাম হুসনা অর্থ ভালো, আসমাউল হুসনা অর্থ সুন্দরতম নাম সমূহ।

আসমাউল হুসনার অগ্রবর্তী নামই আল্লাহর সর্বাধিক মহান নাম (ইসমে আ’যম)। ইসমে আ’যম (সর্বশ্রেষ্ঠ নাম) হলো ইসমে জিনস (সমষ্টিগত নাম)। ইসমুল্লাহিল আ’যাম’ অর্থ আল্লাহর সর্বপ্রধান এবং সবচেয়ে মহীয়ান নাম।

আল্লাহ বলেন ,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

`আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে।’সূরা আরাফঃ১৮০

Sisters' Forum
In Islam.com

সিজদাতে মাতৃভাষায় দু’আ করা যাবে কি?

উত্তরঃ বিষয়টি নিয়ে আলেমদের মধ্যে মত পার্থক্য হয়েছে, তবে যেটা বেশি সঠিক তা হলোঃ হ্যা, কেউ যদি আরবী না জানে তাহলে সে দুনিয়া বা আখেরাতের যেকোন কল্যানের জন্য সিজদাতে নিজের ভাষায় দু’আ করতে পারবে।

এই ক্ষেত্রে দুটি শর্ত রয়েছে –

১. যে যিকির ও দু’আ গুলো করা ফরয সেগুলো আরবীতেই করতে হবে যেমন “সুবহা’না রাব্বিয়াল আ’লা”–এই তাসবিহ বা যিকির আরবীতেই করতে হবে।

২. যেই দু’আ করবেন সেটা আপনি আরবীতে জানেন না। যেমন কেউ আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবেন আর তিনি জানেন আস্তাগফিরুল্লাহ (হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করো), তাহলে সেই দু’আ তাকে আরবীতেই করতে হবে। কিন্তু তিনি যদি ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দু’আ করতে চান কিন্তু তিনি জানেন না আরবীতে এই কথা কিভাবে বলতে হবে, তাহলে তিনি বাংলায় এইভাবে বলতে পারবেন, ‘হে আল্লাহ তুমি আমাকে ঋণ থেকে মুক্ত করো’। এই ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। উত্তর দিয়েছেনঃ শায়খ আসিম আল-হাকিম।

সিজদা ও রুকু অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয নয়। তবে কুরআনের দু’আগুলো দু’আ হিসেবে পড়া যাবে। যেমন হাদীসে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

«نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا

“রাসূলুল্লাহ্ সা আমাকে নিষেধ করেছেন, রুকূ এবং সিজদা অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে।” (নাসাঈ, হা/১১১৯-সহীহ)

ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, “তোমরা শুনে রেখ ! আমাকে নিষেধ করা হয়েছে রুকু অবস্থায় কিরাআত থেকে এবং সিজদা অবস্থায় কিরাআত থেকে। রুকুতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা কর। আর সিজদায় তোমরা দু’আ করতে চেষ্টা কর। তোমাদের জন্য দু’আ কবুল হওয়ার উপযুক্ত সময় এটাই।” (সুনান নাসাঈ হ/১১২০-সহীহ)

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, রুকু সিজদা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয নাই।

আর সেজদাহ অবস্থায় তাসবীহগুলো পাঠ করার পাশাপাশি হাদীসে বর্ণিত দু’আগুলো পাঠ করার চেষ্টা করতে হবে। অনুরূপভাবে কুরআনে বর্ণিত দু’আগুলোও পড়া জায়েয রয়েছে। তবে তা পড়তে হবে দু’আর নিয়তে; তেলাওয়াতের নিয়তে নয়।

উত্তর প্রদানে:আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, KSA.

Sisters' Forum
In Islam.com

ইসমে আযম

وَعَن بُرَيْدَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللّٰهُمَّ إِنِّیْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَه كُفُوًا أَحَدٌ فَقَالَ: دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِیْ إِذَا سُئِلَ بِه أَعْطٰى وَإِذَا دُعِیَ بِه أَجَابَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ وَأَبُو دَاوُدَ

বুরায়দাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং জানি যে, তুমিই আল্লাহ। তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোন মা‘বূদ নেই। তুমি এক ও অনন্য। তুমি অমুখাপেক্ষী ও স্বনির্ভর। যিনি কাউকে জন্মও দেননি। কারো থেকে জন্মও নন। যার কোন সমকক্ষ নেই।’ তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এ ব্যক্তি আল্লাহ তা’আলাকে তার ইস্‌মে আ’যম বা সর্বাধিক বড় ও সম্মানিত নামে ডাকল। এ নামে ডেকে তাঁর কাছে কেউ কিছু প্রার্থনা করলে, তিনি তাকে তা দান করেন এবং কেউ ডাকলে তিনি তার ডাকে সাড়া দেন। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ) সহীহ : আবূ দাঊদ ১৪৯৩, তিরমিযী ৩৪৭৫,

এই হাদীস থেকে জানা যায়, ইসমে আযম——

اللّٰهُمَّ إِنِّیْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَه كُفُوًا أَحَدٌ

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্নাকা আনতাল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা আনতাল আহাদুস সামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইয়ূলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থঃ“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চাই। কেননা যে, নিশ্চয় আপনিই আল্লাহ, আপনি ছাড়া আর কোনো হক্ব ইলাহ নেই; আপনি একক সত্তা,অমুখাপেক্ষী—সকল কিছু আপনার মুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং জন্ম নেনও নি। আর যাঁর সমকক্ষ কেউ নেই”।

Sisters' Forum
In Islam.com

অন্য হাদীসে এসেছে, এক ব্যক্তি দু’আয় বলল,
« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، إِنِّي أَسْأَلُكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «تَدْرُونَ بِمَا دَعَا؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى».
“হে আল্লাহ নিশ্চয় আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা আপনার, আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আপনি দানশীল, আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকারী। হে মর্যাদা ও ঔদার্য প্রদানকারী, হে চিরঞ্জীব ও সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক, আমি আপনার নামের উসিলায় আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। তখন নবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা কি জান সে কিসের দ্বারা দো‘আ করল? তারা বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, সে আল্লাহর ঐ ইসমে আযম দ্বারা দু’আ করেছে যা দ্বারা কেউ দু’আ করলে তিনি তা কবুল করেন, আর যা দ্বারা কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দান করেন।’’নাসায়ীঃ ১৩০০; তিরমিযীঃ ৩৫৪৪; আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ فِيْ هَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ: ﴿وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمِ﴾ وفاتحة ﴿الٓمّٓ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ﴾ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ
আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহর ইস্‌মে আযম এই দু’আয়াতের মধ্যে রয়েছে,
وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ
ওয়া ইলা-হুকুম ইলা-হু ওয়া-হিদ, লা- ইলা-হা ইল্লা- হুওয়ার রহমা-নুর রহীম। (বাকারা: ১৬৩) এছাড়াও সূরা আলে‘ইমরান-এর শুরুতে
الم اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
আলিফ লা-ম মী-ম আল্লাহু লা- ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বইয়্যূম(আলে ইমরানঃ১-২)।
আবূ দাঊদ ১৪৯৬, তিরমিযী ৩৪৭৮,সহীহ আত্ তারগীব ১৬৪২, সহীহ আল জামি’ ৯৮০।

Sisters' Forum
In Islam.com

রামাদানের জন্য বিশেষ দু’আ সমূহঃ

১। নতুন চাঁদ দেখে পড়ার দু’আ

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسْلاَمِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ».

(আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহু ‘আলাইনা বিলআমনি ওয়ালঈমানি ওয়াস্‌সালা-মাতি ওয়াল-ইসলা-মি, ওয়াত্তাওফীকি লিমা তুহিব্বু রব্বানা ওয়া তারদ্বা, রব্বুনা ওয়া রব্বুকাল্লাহ)

“আল্লাহ সবচেয়ে বড়। হে আল্লাহ! এই নতুন চাঁদকে আমাদের উপর উদিত করুন নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে; আর হে আমাদের রব্ব! যা আপনি পছন্দ করেন এবং যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন তার প্রতি তাওফীক লাভের সাথে। আল্লাহ আমাদের রব্ব এবং তোমার (চাঁদের) রব্ব।” সহীহুত তিরমিযী, ৩/১৫৭।

.২। ইফতারের সময় রোযাদারের দু’আ

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

ক) (যাহাবায-যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল ‘উরূকু ওয়া সাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লা-হু)।

“পিপাসা মিটেছে, শিরাগুলো সিক্ত হয়েছে এবং আল্লাহ্ চান তো সওয়াব সাব্যস্ত হয়েছে।” আবূ দাউদ ২/৩০৬, নং ২৩৫৯, সহীহুল জামে‘৪/২০৯।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي

খ) (আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিরহ্‌মাতিকাল্লাতী ওয়াসি‘আত কুল্লা শাই’ইন আন তাগফিরা লী)।

“হে আল্লাহ! আপনার যে রহমত সকল কিছু পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে তার উসীলায় আবেদন করি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।” ইবন মাজাহ্ ১/৫৫৭, নং ১৭৫৩; যা মূলত আবদুল্লাহ ইবন আমর রা দো‘আ।

Sisters' Forum
In Islam.com

৩। খাওয়ার পূর্বে দু’আ

সেহরীর জন্য আলাদা কোন দু’আ জানা যায় না। এই দু’আটি খাওয়ার পূর্বে বলার জন্য। “যখন তোমাদের কেউ আহার শুরু করে তখন সে যেনো বলে,

«بِسْمِ اللَّهِ» (বিসমিল্লাহ)“আল্লাহর নামে।” আর শুরুতে বলতে ভুলে গেলে যেন বলে,

«بسمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ» (বিস্‌মিল্লাহি ফী আওওয়ালিহী ওয়া আখিরিহী)।

“এর শুরু ও শেষ আল্লাহ্‌র নামে।” সহীহুত তিরমিযী, ২/১৬৭।

৪। আহার শেষ করার পর দু’আ

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ، مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ».

(আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত‘আমানী হা-যা ওয়া রাযাকানীহি মিন গাইরি হাউলিম মিন্নী ওয়ালা কুওয়াতিন)।

“সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাকে এ আহার করালেন এবং এ রিযিক দিলেন যাতে ছিল না আমার পক্ষ থেকে কোনো উপায়, ছিল না কোনো শক্তি-সামর্থ্য।” সহীহুত তিরমিযী ৩/১৫৯।

৫। রোযাদারকে কেউ গালি দিলে যা বলবে:) إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ ইন্নি সা‘ইমুন, ইন্নি সা’ইমুন) “নিশ্চয় আমি রোযাদার, নিশ্চয় আমি রোযাদার।”বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ৪/১০৩, নং ১৮৯৪

৬। কোনো পরিবারের কাছে ইফতার করলে তাদের জন্য দু‘আ

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ».

)আফত্বারা ইন্দাকুমুস সা-ইমূন, ওয়া আকালা ত্বা‘আ-মাকুমুল আবরা-রু, ওয়াসাল্লাত আলাইকুমুল মালা-ইকাহ)

“আপনাদের কাছে রোযাদাররা ইফতার করুন, আপনাদের খাবার যেন সৎলোকেরা খায়, আর আপনাদের জন্য ফিরিশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করুন।” সুনান আবি দাউদ ৩/৩৬৭, নং ৩৮৫৬

Sisters' Forum
In Islam.com

৬। কোনো পরিবারের কাছে ইফতার করলে তাদের জন্য দু‘আ

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ».

(আফত্বারা ইন্দাকুমুস সা-ইমূন, ওয়া আকালা ত্বা‘আ-মাকুমুল আবরা-রু, ওয়াসাল্লাত আলাইকুমুল মালা-ইকাহ)

“আপনাদের কাছে রোযাদাররা ইফতার করুন, আপনাদের খাবার যেন সৎলোকেরা খায়, আর আপনাদের জন্য ফিরিশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করুন।” সুনান আবি দাউদ ৩/৩৬৭, নং ৩৮৫৬

৭। শবে কদরের রাতে পড়ার দু’আ

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আ’ফুউউন তুহিব্বুল আ’ফওয়া ফা’ফু আ’ন্নী

আয়েশা রা. বলেছেন: হে রাসূলুল্লাহ! যদি আমি জানি কোন রাতে লাইলাতুল ক্বদর তবে আমি সেই রাতে কি বলবো? তিনি সা. বললেন, বল: আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আ’ফুউউন তুহিব্বুল আ’ফওয়া ফা’ফু আ’ন্নী

হে আল্লাহ! তুমি বড়ই ক্ষমাকারী, বড়ই অনুগ্রহশীল।মাফ করে দেয়াই তুমি পছন্দ কর। তাই তুমি আমার গুনাহ মাফ করে দাও। আল জামে আত তিরমিযী

Sisters' Forum
In Islam.com

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN

Sisters' Forum In Islam.com